ইউরোপের জনগণের প্রতি বার্তা

আস-সাহাব মিডিয়া প্রোডাকশন

মুজাহিদ শাইখ ওসামা বিন লাদেন

[আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাজত করুন]

তারিখ: ৩০-০৯-২০০৯

ইউরোপের জনগণের প্রতি বার্তা

“যারা কুফরী করে তাদেরকে বল, যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।” [সূরা আল আনফাল ৮:৩৮]

সকল প্রশংসা আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য, যিনি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করার সাথে সাথে মানুষের উপরও যুলুমকে হারাম করে দিয়েছেন।

অতঃপর...

ইউরোপের জনগণের প্রতি: তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক যারা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে। তোমরা ভালো করেই জানো যে, যালিম তার কৃত অপরাধের দ্বারাই ধ্বংস হয় আর অন্যায়ের বেদনাদায়ক পরিণতি অন্যায়কারীকে ভোগ করতেই হয়, যাবতীয় অন্যায়ের মাঝে সবচেয়ে বড় অন্যায় হল মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করা, আর ঠিক এ কাজটিই তোমাদের “NATO” দলভূক্ত সরকার ও সেনা বাহিনী আফগানিস্তান করে বেড়াচ্ছে।

তারা (সেখানে) নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে হত্যা করছে, যাদের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে বুশ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে, যদিও তোমরা জানো যে, তারা (আফগানরা) কোন দিনই ইউরোপের বিরুদ্ধে কোন আক্রমনের প্রস্তুতি নেয় নি এবং আমেরিকায় সংঘটিত ঘটনার সাথেও তাদের কোন যোগসূত্র ছিল না।

সুতরাং তোমরা কিসের উপর ভিত্তি করে সেই ন্যায় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করছো, যা নিয়ে তোমরাই বড় বড় কথা বলে থাকো? তোমরা কি কখনো বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছো কিংবা জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের কখনো জিজ্ঞেসা করেছো? কেননা সেই দিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন আফগানিস্তানের যুদ্ধের ধুলা-বালি মুছে যাবে, যেদিন তোমরা কোন আমেরিকানেরই পদচিহ্ন সেখানে দেখতে পাবে না, কেননা তারা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে চলে যাবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেবল তোমরা আর আমরাই থেকে যাবো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

তোমাদেরই দেশ জর্জিয়ার উদাহরণে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে: এর লোকেরা বোমা দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং তাদের উপর আক্রমন হলো; তারা আমেরিকার নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানালো যাতে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া সার্বভৌমত্বকে ফিরিয়ে আনা হয়; কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে শুধু কিছু ফাঁকা বুলিই আঁওড়েছে আমেরিকা; পরিশেষে যদিও তাদের জাহাজগুলি এসেছিল কিন্তু ওসেটিয়া এবং আবখাজিয়াকে উদ্ধারের জন্য নয় বরং এসেছিল কিছু তাঁবু, সামান্য খাদ্য আর কাপড় কাঁচার সাবান বিতরণ করতে- যার কোন প্রয়োজন জর্জিয়াবাসীর ছিল না। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে পুনরায় গভীরভাবে চিন্তা করুন।

একজন বুদ্ধিমান মানুষ কখনোই ওয়াশিংটনের গুন্ডাদের জন্য নিজের অর্থ ও সন্তানদের নষ্ট করবে না; এবং যে বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার মানুষের জীবনের জন্য বিন্দুমাত্র দয়া করেনা তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা একটি লজ্জার বিষয় এবং আমি নিজে এমন এক ঘটনার সাক্ষী যে এরা ইচ্ছাকৃতভাবে আকাশ থেকে বোমা ফেলে গ্রামের নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছে।সর্বশেষে আসে হামভির বহর এবং এসে যখন দেখে বোমায় শিশুরাই মারা গেছে তখন আমেরিকান দরদ এতটাই উথলে উঠে যে তারা নিহত শিশুপ্রতি ১০০ ডলার করে দিয়ে যায় শিশুদের কোন এক আত্মীয়ের হাতে।

এটা মর্মান্তিক! ইউরোপে কোন ভেড়া কি ১০০ ডলারের বিনিময়ে পাওয়া যায়? ওয়াশিংটন এবং তার মিত্রদের চোখে আমাদের নিরপরাধ শিশুদের মূল্য এতটুকুই, সুতরাং এর প্রতিক্রিয়া আমাদের মাঝে কী হতে পারে? তোমরা যদি দেখতে তোমাদের মিত্র আমেরিকা এবং তার দোসরেরা উত্তর আফগানিস্তান কী করেছিল এবং কিভাবে তারা হাজার হাজার তালিবানকে মালবাহী কন্টেইনার ট্রাকের ভিতরে সার্ডিন মাছের মত ঠাসাঠাসি করে ভরে তালা মেরে দিয়েছিল- তারা মারা গিয়েছিল অথবা নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিল। এসব প্রত্যক্ষ করলে ঠিকই বুঝতে পারতে কি কারণে মাদ্রিদ এবং লন্ডনের রক্তাক্ত ঘটনাগুলো ঘটেছিল!

আমি এখানে যা যা উল্লেখ করলাম তা সবই প্রামাণ্য ঘটনা। কিন্তু জাতিসংঘ যখন (উত্তর আফগানিস্তান) সংঘটিত অপরাধের ঘটনা তদন্ত করল তখন বুশ প্রশাসন চাপ প্রয়োগ করল এবং তদন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আর এটিই হচ্ছে আমেরিকান সুবিচারের দৃষ্টান্ত।

সংক্ষেপে বলতে চাই: আমরা এমন কোন দাবী করছি না যা যুক্তিহীন, অন্যায় বা বাড়াবাড়ি। ন্যায়সঙ্গত দাবী এটাই যে তোমরা তোমাদের যুলুম-নির্যাতন ত্যাগ করবে এবং তোমাদের সেনা বাহিনীকে প্রত্যাহার করবে এবং এটাই যুক্তিসঙ্গত যে, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের আঘাত করবে না। আজ যখন ইউরোপ অর্থনৈতিক সঙ্কটের যন্ত্রণা ভোগ করছে এবং ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র বিশ্ব রপ্তানীর শীর্ষস্থান হারিয়েছে এবং

ইউরোপের জনগণের প্রতি বার্তা

আমেরিকা অর্থনৈতিক যুদ্ধের রক্তক্ষরণে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে; এ অবস্থায় যদি আমেরিকা আল্লাহর ইচ্ছায় লেজ গুটিয়ে পালায়; আর মযলুমের পক্ষে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে আমরা প্রস্তুত হই তাহলে তোমরা কিভাবে আমাদের মুকাবিলা করবে?

সুতরাং সেই সুখে থাকবে যে অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সামান্য প্রতিরোধ বিরাট প্রতিকার থেকে উত্তম এবং সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন - বিভ্রান্তিতে হাবুডুবু খাওয়ার চেয়ে উত্তম।

এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক যারা হিদায়াত গ্রহন করে।

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বোজ্ঞ।" [সূরা আল আনফাল ৮ঃ৬১]